দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/১১/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩......

গেজেটেড পদমর্যাদা পাচ্ছেন সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের দশ সহস্রাধিক শিক্ষক

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের দশ সহস্রাধিক সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষককে গেজেটেড পদমর্যাদা দেয়া হচ্ছে। আর্থিকভাবে এসব শিক্ষককে কোন বাড়তি সুবিধা দেয়া না হলেও গেজেটেড মর্যাদা দেবার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবার পথে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা তাঁদের গেজেটেড পদমর্যাদা দেবার দাবি জানিয়ে আসছেন। সম্প্রতি এ ফাইলটি শিক্ষা অধিদফতর হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মুভ করছে। ইতোমধ্যে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষকদের এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছে বলে জানা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর এটিএম শরীফ উল্লাহ বলেছেন, মাধ্যমিক শিক্ষকদের গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদানের দাবিটি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেশিরভাগই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী। নব্বইয়ের দশক থেকে যাঁরা সরকারী স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেয়ে আসছেন তাঁদের প্রায় সবার রয়েছে এমএ, এমএড বা বিএড ডিগ্রী। শিক্ষা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এবং তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এসব শিক্ষক নিয়োগ লাভ করেন। আর্থিক সুযোগ-সুবিধার চেয়ে এসব শিক্ষক আগে চান গেজেটেড পদমর্যাদা। উল্লেখ্য, দেশের সরকারী কলেজের শিক্ষকরা এবং সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা গেজেটেড পদমর্যাদা পেয়ে থাকেন।

শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. এটিএম শরীফ উল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন, সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এক প্রশ্নের জবাবে মহাপরিচালক বলেন, গেজেটেড পদমর্যাদা দেয়া হলেও তাঁদের আর্থিক তেমন কোন লাভ হবে না, বরং কিছুটা লোকসান হতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করা উচিত। গেজেটেড মর্যাদা পেলে এই পেশার মূল্য বাড়বে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেমে গেছে। সব ধরনের সরকারী নিয়োগ বন্ধের জন্য সরকারী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত নিয়োগ সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা নেই। তবে ড. এটিএম শরীফ উল্লাহ বলেছেন, অধিদফতর থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। অনুমতি পেলেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান।